|  |
| --- |
| **জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়** |

**১.0 ভূমিকা**

২০৪১ সালের ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং দ্রুত অনলাইনে কার্যকর জনসেবা প্রদানের জন্য একটি দক্ষ, কর্তব্যনিষ্ঠ, দেশপ্রেমী ও জনকল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ স্মার্ট সিভিল সার্ভিস তৈরি এবং মানবসম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণকে বৈশ্বিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রশিক্ষণ প্রদান, কার্যকরভাবে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন, দক্ষ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, যথাযথভাবে কর্মকৃতি মূল্যায়ন, কর্মচারীদের কল্যাণ এবং ক্যারিয়ার প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে ২০৪১ সালের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বেশ কিছু আইন, নীতি ও কৌশল প্রণয়নসহ কর্মসূচি/প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নারী উন্নয়নে কাজ করছে। সরকারের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্যায় হতে মাঠ প্রশাসন পর্যন্ত জনপ্রশাসনের সকল স্তরে নারী কর্মকর্তা পদায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। সকল প্রশিক্ষণে মহিলা কর্মচারী মনোনয়নের মাধ্যমে জেন্ডার ভারসাম্যকরণ তথা পেশাগত উৎকর্ষতা সাধনে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চিকিৎসা সেবা, পরিবহণ সেবাসহ অন্যান্য সরকারি সেবা গ্রহণে নারী কর্মচারীদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নারীবান্ধব কল্যাণ কর্মসূচির সম্প্রসারণ ঘটছে। দেশের গণখাতভুক্ত সকল মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় মুখ্য ভূমিকা পালনকারী মন্ত্রণালয় হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ১৯, ২৭, ২৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা, সকলের আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার, রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কোনো বৈষম্য ব্যতিরেকে নিয়োগ বা পদ-লাভের অধিকারের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া, সিডও কনভেনশন (CEDAW)-এর ১১ অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে যে, রাষ্ট্র সমতার ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করে কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রতি বৈষম্য দূর করতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং সকল মানুষের সমান কর্মসংস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করবে। সংবিধানের নবম অধ্যায়ের ১ম ও ২য় খণ্ডে বর্ণিত নির্বাহী বিভাগের দায়িত্ব হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে প্রজাতন্ত্রের জন্য উপযুক্ত জনবল নিয়োগ ও পদায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ অনুযায়ী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাক্রমে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের নেতৃত্বে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি, নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়নে প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চ পর্যায়ে নারীর প্রবেশ সহজ করার লক্ষ্যে চুক্তিভিত্তিক ও পার্শ্ব-প্রবেশের ব্যবস্থা রাখার নির্দেশনা আছে। তাছাড়া বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়ন নীতিমালা-২০১৫-তে নারী কর্মকর্তাদের স্বামী চাকরিজীবী হলে একই কর্মস্থলে বা যথাসম্ভব নিকটবর্তী কর্মস্থলে পদায়নের বিষয়টি অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করার জন্য বলা হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১-এ ২০৩১ সাল পর্যন্ত স্বল্প হতে মধ্যমেয়াদে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোতে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ, আনুষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থানে নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ বিস্তারকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীদের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ ও বিকেন্দ্রীভূত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিশেষ তহবিল বরাদ্দের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিষেবা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়** (**সচিবালয়**) | ৪৬২ | ৩৩৭ | ১২৫ | 37.1 |
| **সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর** | ১,৪০৮ | ১,৩৯২ | ১৬ | 1.2 |
| **মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর** | ১,৫৪২ | ১,৩২৯ | ২১৩ | 16.0 |
| **সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল** | ১৬৮ | ৮৬ | ৮২ | 84.1 |
| **বিপিএটিসি** | ৪৬১ | ৩৭৬ | ৮৫ | 22.6 |
| **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড** | ২৯৬ | ২৩৩ | ৬৩ | 27.1 |
| **বিসিএস প্রশাসন একাডেমি** | ৯৫ | ৭৯ | ১৬ | 20.3 |
| **বিয়াম ফাউন্ডেশন** | ১৪৮ | ১৩৩ | ১৫ | 11.3 |
| **জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি** | ৮৪ | ৬৮ | ১৬ | 23.5 |
| **অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি** | ৬৭ | ৫৪ | ১৩ | 24.1 |
| **বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট** (**বিআইজিএম**) | ৫৬ | ৪২ | ১৪ | 33.3 |
| মাঠ প্রশাসন (বিভাগীয় কমিশনার/ জেলা প্রশাসক/ ইউএনও-এর কার্যালয়) | ৩১,২৬৬ | ২৭,০৪৫ | ৪,২২১ | 15.6 |
| **মোট :** | **৩৬,০৫৩** | **৩১,১৭৪** | **৪,৮৭৯** | **13.5** |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

* **মাঠ প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে ইভটিজিং ও ভেজাল প্রতিরোধসহ অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তুলতে সারাদেশে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কাজ অব্যাহত রয়েছে এবং প্রতিবছর ন্যূনতম ৩২**,**১৪৭টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। এর ফলে সমাজে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তিসহ নারীর নিরাপত্তা পরিস্থিতি জোরদার হচ্ছে। ইভটিজিং প্রতিরোধে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের উপকারভোগী ১০০% হলো নারী;**
* **জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে সরকারি কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অতি স্বল্প মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। এই হাসপাতালে মোট ১০৬ জন চিকিৎসকসহ ৭২ জন নার্স কর্মরত আছে। 2021-22 অর্থবছরে হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রায় ৩**,**২৫**,**০০০ জন সরকারি কর্মচারী এবং ওয়ার্ডে ১৩**,**৫০০ জনসহ মোট ৩**,**৩৮**,**৫০০ জন সরকারি কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা স্বল্প খরচে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ৫৩**,**৯৮৩ জন নারী কর্মচারী ও পরিবারের সদস্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেছে; এবং**
* **প্রতিবছর ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় কর্মরত প্রায় ১০**,**০০০ জন সরকারি কর্মচারীকে অফিসে যাতায়াতের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ২০টি বাস/ ডাবল ডেকার বাসের মাধ্যমে পরিবহন সেবা প্রদান করছে। পরিবহন সেবা গ্রহণকারীর মধ্যে ১**,**৪৮১ জন নারী কর্মচারী রয়েছেন।**

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | | | **সংশোধিত 2023-২4** | | | **বাজেট 2023-২4** | | | **প্রকৃত 2022-23** | | |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- |
| **প্রশিক্ষণ** | বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি ও বিয়াম ফাউন্ডেশনকে বাজেট প্রদান করে। গত একবছরে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে মোট ৭,৬২৪ জন সরকারি কর্মচারীকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে নারী কর্মচারী ৩০৪৭ জন, যা মোট প্রশিক্ষণার্থীর ৪০%। |
| **সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা** | সরকারি কর্মচারীদের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও সরকারি অর্থ সাশ্রয়ের জন্য এ যাবৎ ৪,০৫৫ জন প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীকে গাড়ি ক্রয়ের জন্য ১৭৬.১৬ কোটি টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়েছে। মোট ৬২৯ জন প্রাধিকারপ্রাপ্ত নারী কর্মচারী এ সুবিধা গ্রহণ করেছেন, যা মোট সুবিধাভোগীর ১৬%। |
| **কল্যাণ ও যৌথবীমা অনুদান** | সরকারি কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে কল্যাণ ও যৌথবীমা এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। গত ৩ বছরে মোট ৭,১৯৫ জন সেবাগ্রহীতার মধ্যে ৫,৮০২ জন নারী সেবাগ্রহীতা ছিলেন, যা মোট সুবিধাভোগীর ৮০.৬%। |
| **সরকারি কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি** | জনপ্রশাসনে কর্মরত জনবলের অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত মোট ৫,৮৩১ জন কর্মকর্তাকে স্বল্পমেয়াদে বিদেশ প্রশিক্ষণ এবং ৬১৫ জন কর্মকর্তাকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠানো হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী কর্মচারী রয়েছেন। |

**6.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

সরকারি কর্মচারী চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ৮.০০ লক্ষ টাকা এবং গুরুতর আহত হলে ৫.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। গত এক বছরে মোট ১৮৯ জন মৃত সরকারি কর্মচারীর মধ্যে ৩৩ জন নারী কর্মচারীকে এই অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের পদে নারী কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদানসহ পদায়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে ১০ জন সচিব, ০২ জন গ্রেড-১ কর্মকর্তা, ৫২ জন অতিরিক্ত সচিব, ১৬৩ জন যুগ্মসচিব এবং ৩৭১ জন উপসচিব পদমর্যাদার। জনপ্রশাসনে ২৬% মহিলা কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। সরকারি চাকরিতে নারীদের নিরাপত্তাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত তিনটি সাধারণ বিসিএস পরীক্ষায় ২৮.৬% নারী নিয়োগ পেয়েছে। বিশেষ বিসিএস পরীক্ষার মধ্যে ৬,০৩৩ জন চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে, যার মধ্যে নারী চিকিৎসক হলেন ২,৩৭৯ জন তথা ৩৯.৪%।

**7.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* জনপ্রশাসনে কর্মরত নারী কর্মচারীদের জন্য কর্মস্থলে স্যানিটেশন সুবিধা ও ডে-কেয়ার সেন্টার প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়; এবং
* নারী কর্মচারীগণ বাসস্থান ও কর্মস্থলে যাতায়াত করার জন্য গণপরিবহণে বা বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বাস ব্যবহার করে থাকেন। সেখানে নারীদের জন্য আসন আলাদাভাবে সংরক্ষিত না থাকায় নানাভাবে হয়রানির শিকার হতে হয়।

**8.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* নারীবান্ধব উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সরকারি ভবনসমূহে পর্যাপ্ত পরিমাণ স্যানিটেশন সুবিধা, কর্মজীবী মায়েদের জন্য অফিস সংলগ্ন ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন নিশ্চিতকরণ;
* রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে নিরাপদে, নির্ভয়ে ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নারী বৈষম্য প্রতিরোধকল্পে কমিটি গঠন;
* নারী সহকর্মীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য মনস্তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারের ব্যবস্থাকরণ ও প্রয়োজনীয় বাজেটের সংস্থানকরণ;
* নারী কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন ঘটানো; এবং
* বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রতিটি বাসে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসন নারী ও বিশেষ সুবিধাভোগীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা।